দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ফেনী মেডিক্যাল কলেজ

আড়াইশ' ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

।। বিধান মজুমদার সুমন ।। ফেনী ঃ প্রতারণার শিকার ফেনী মেডিক্যাল কলেজের ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশয় দেখা দিয়েছে তারা আদৌ তাদের পড়াশুনা অব্যাহত রাখতে পারবে কিনা? ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

সরকারি অনুমোদন না নিয়ে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের নামে ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জেলা দুর্নীতি দমন সংস্থা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে প্রতিবেদন পেশ করেছে। তদন্তে দুর্নীতি দমন সংস্থা কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মজিবুল হক, উপাদক্ষ ডাঃ মাহবুবুল হক চৌধুরী, চেয়ারম্যান মুলকুতুর রহমান ও ডাঃ শাহীনকে অভিযুক্ত করেছে।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন। অথচ, কোন অনুমোদন ছাড়াই ১৯৯২ সালে ফেনী শাহীন ক্লিনিকের মালিক ডাঃ মজিবুল হক ফেনী মেডিক্যাল কলেজ নামে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করে। শহরের শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়কে এর কার্যক্রম শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কোন অনুমোদন না থাকার কথা গোপন করেই মোটা অংকের 'ডোনেশান' নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে। এ অবস্থায় প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বহু দেন-দরবার করে কতগুলো শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বছরের জন্য কলেজকে সাময়িক অনুমতি দেয়। এসব শর্তের মধ্যে ছিল, এক বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন, বিএমডিসি'র অনুমোদন, ২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন কলেজের নামে কয়েক একর জমি ক্রয় করা এবং এ শর্তগুলো পূরণ করা পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বন্ধ রাখা। অথচ কোন শর্ত পূরণ না করেই কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যাচেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। ফলে ৫ বছরে ৫০ জন করে ৫ ব্যাচে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সাময়িক অনুমোদনও প্রত্যাহার করে নেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এসব তথ্য গোপন করে তাদের আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এহেন টালবাহানা ও প্রতারণার কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

গত ৫ই জুলাই ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের মালিক ও অধ্যক্ষ ডাঃ মজিবুল হক, ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ মাহবুবুল হক চৌধুরী ও চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এরপর পরই কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। কর্তৃপক্ষের এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ৬ই জুলাই কলেজে মিছিল ও ভাঙচুর করে। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে শহরে মিছিল বের করে। তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। গত ৮ই জুলাই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি করানো এবং প্রিন্সিপালের স্বেচ্ছাচারিতা, তাদের আশ্বাস দিয়েও সরকারি অনুমোদন আনতে ব্যর্থ হওয়ার চিত্র তুলে ধরে। ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, মালিক ও অধ্যক্ষ মজিবুল হক কলেজের সব কিছুরই প্রধান এবং কলেজের অনিশ্চয়তা দেখে ইতো-মধ্যে ১০ জন ডাক্তার কলেজ থেকে চলে গেছেন। ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকায় সরকারি নিয়ম থাকলেও এখানে ৩২টি শয্যা আছে তবে একজন রোগীও নেই। তারা এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ভুগছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে তাদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে।

ফেনী মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভুত পরিস্থিতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা আবেদন জানিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শাহীন সালাহ উদ্দিন, শাহানাজ সুলতানা রূপা, শরিফুল ইসলাম, মোঃ শাহীন, জাহিদ হাসান সানী, ইছমত আরা কলি, দেবাশীষ মজুমদার টিটু, পারভেজ আক্তার প্রিন্স, নাজির উদ্দিন, স্বপন প্রমুখ।